মূল শব্দাবলীঃ
সংস্কৃতি
মূল্য
ধর্ম

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
24 April 2026 / 6 Zulkaedah 1447H
ইসলাম ও সংস্কৃতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيْل :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার ক্ষমাপ্রার্থী সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা সত্যিকারের সচেতনতার সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করি। তাঁর সকল নির্দেশ মেনে চলি এবং তাঁর সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকি। আমাদের জীবনব্যবস্থাকে তাঁর ঐশী দিকনির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সবার উপর তাঁর রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন। আমিন, ইয়া রব্বাল ‘আলামিন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত প্রিয় মুসুল্লীগণ,

সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বললে সবার আগে আমাদের মনে কী আসে? আর একজন মুসলিমের জীবনে সংস্কৃতির ভূমিকা কী ? ইনশা-আল্লাহ, আজকের খুতবায় আমরা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

প্রিয় ভাইয়েরা,

সংস্কৃতি বলতে সেই সব প্রথা ও নিয়মকে বোঝায়, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে—কথা বা কাজের মাধ্যমে—চলে আসে এবং তা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত। অনেক সময় সাংস্কৃতিক চর্চা ও ধর্মীয় অনুশীলনের মধ্যে মিল দেখা যায়।

আজ বিশ্বজুড়ে দুই বিলিয়নেরও বেশি মুসলিম রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের সবার জীবন নানা ধরনের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। তখন প্রশ্ন আসে: এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

প্রিয় ভাইয়েরা,

ইসলাম সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে। সূরা আল-হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানবজাতিকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে আমরা একে অপরকে জানতে পারি। তাই সংস্কৃতি একটি সমাজের পরিচয়ের অংশ, এবং এটি এমন কিছু, যা আমাদের শেখা ও বোঝার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

অতএব, কোনো সাংস্কৃতিক প্রথা শুধুমাত্র আমাদের নিজস্ব রীতিনীতির থেকে ভিন্ন বলে তা দ্রুত প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তন করা উচিত নয়। একই সঙ্গে, যে সাংস্কৃতিক প্রথা স্পষ্টভাবে ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে, তা অযথা জেদ ধরে সমর্থন করাও উচিত নয়। এই ভারসাম্যই ইসলাম আমাদের বজায় রাখতে আহ্বান জানায়।

সম্মানিত মুসল্লিগণ,

মূলতঃ, কোনো সাংস্কৃতিক প্রথার মূল বিধান হলো তা অনুমোদনযোগ্য হতে হবে— যেন তা শরিয়তের দিকনির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

এর কারণ হলো, ইসলাম এমন ধর্ম নয় যা সংস্কৃতির সঙ্গে বিরোধিতা করে। বরং ইসলাম সংস্কৃতিকে পরিশুদ্ধ করে এবং একে সঠিক পথে পরিচালিত করে, যাতে তা ঈমানের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

হয়। এ প্রসঙ্গে, আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে ইসলাম ও সংস্কৃতির সম্পর্ক কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বোঝা যায়:

প্রথমতঃ এমন কিছু সাংস্কৃতিক প্রথা রয়েছে, যা ইসলাম স্বীকৃতি দেয় এবং তাকে আরও শক্তিশালী করে। যেমন—অতিথিকে সম্মান করা এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা—এসব আমাদের সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত আছে। ইসলাম এসব প্রথাকে সমর্থন করে এবং এগুলোকে সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য করে ও উৎসাহিত করে। আসলে, এ ধরনের কাজ একজন মানুষের ঈমানের পরিপূর্ণতার নিদর্শন।

দ্বিতীয়ত, এমন কিছু সাংস্কৃতিক চর্চা রয়েছে যা ইসলামের দ্বারা পরিচালিত ও সংশোধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম-পূর্ব আরবে বিবাদে নিজের পরিবার বা গোত্রকে সমর্থন করা হতো—তারা সঠিক হোক বা ভুল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অন্ধ পক্ষপাতিত্ব সংশোধন করেন ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে—যেখানে একজন ভাইকে সাহায্য করা হয় তাকে অন্যায় করা থেকে বিরত রেখে এবং সে যদি অত্যাচারিত হয় তবে তাকে এই কাজ করা থেকে সরে আসতে সহায়তা করে। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার অর্থ: "তোমার ভাইকে সাহায্য করো, হোক সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত।" (বুখারী শরীফে বর্ণিত)। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ইসলাম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতিকে ন্যায় ও সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলে।

প্রিয় মুসল্লিগণ,

একটি বহুত্ববাদী ও বিশ্বনাগরিক সমাজে সাংস্কৃতিক পার্থক্য কখনো কখনো ভিন্ন মতের সৃষ্টি করতে পারে। কেউ কেউ কেবল ভিন্ন হওয়ার কারণে অন্য সংস্কৃতিকে দ্রুত প্রত্যাখ্যান করে, আবার কেউ কেউ কোনো ধর্মীয় দিকনির্দেশনা ছাড়াই সব ধরনের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে।

ইসলাম আমাদেরকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে:

প্রথমত, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে দুর্বলতা নয়, বরং একে শক্তি হিসেবে দেখা উচিত।

সমাজের ভিন্নতাগুলোকে মুছে ফেলার জন্য নয়, বরং তা মূল্যায়ন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যা ভিন্ন, তা সবসময় ভুল নয়। উদাহরণস্বরূপ, এখানে অনেক মুসলিম মালে হলেও, তাদের রীতিনীতি অন্যান্য সংস্কৃতি বা জাতিগোষ্ঠীর মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সাংস্কৃতিক পারস্পরিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মানই একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজের ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত, উত্তম সাংস্কৃতিক প্রথাগুলি ঈমানের মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

শালীন পোশাক পরিধান, উত্তম আচার-আচরণ বজায় রাখা এবং পরিবার ও সমাজের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করার মতো প্রথাগুলিকে সংরক্ষণ করা উচিত। এগুলোকে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে পরিচালিত করতে হবে, যাতে এগুলো কেবল প্রথা হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের ঈমানের প্রতিফলনস্বরূপ ইবাদতে পরিণত হয়।

তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক প্রথাগুলো মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন ও বিচক্ষণ হতে হবে।

সব সাংস্কৃতিক প্রথা সংরক্ষণ করা জরুরি নয়। কখনো কখনো আমাদের সাহস থাকতে হবে এমন প্রথা পরিত্যাগ করার, যা ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে এ ধরনের পরিবর্তন হতে হবে প্রজ্ঞার সঙ্গে এবং ধাপে ধাপে—যেমন ইসলামে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে তা কার্যকর করা হয়েছে।

আমাদের সমাজে এখনো কিছু প্রথা টিকে আছে, যা ইসলামের পরিপন্থী, তা টিকে আছে মূলতঃ সে সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞানের অভাবে। এর উদাহরণ হিসেবে কিছু সাংস্কৃতিক চর্চা—যেমন কুদা কেপাং—যার মধ্যে কুসংস্কারের উপাদান রয়েছে, অথবা নিরাপত্তার জন্য তাবিজ-কবচের ওপর নির্ভর

করা। এসব বিষয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিবর্তন আনার সাহস দেখাতে হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

উপসংহারে বলা যায়, আজ আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো প্রজ্ঞার সাথে সংস্কৃতি ও ধর্মকে সঠিকভাবে বোঝা ও তাদের একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য নিয়ে আসা। একটি সুপরিচিত মালে প্রবাদে বলা হয়: "সংস্কৃতি শরিয়তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর কিতাবের উপর।" ধর্ম আমাদের পথপ্রদর্শক, আর সংস্কৃতি সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা দৈনন্দিন জীবনে উত্তম মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়ন করি।

আসুন, আমরা এমন একটি সম্প্রদায় হওয়ার চেষ্টা করি, যারা ঈমান দ্বারা পরিচালিত সংস্কৃতি চর্চা করে। আমরা যেন এমন একটি সমাজে পরিণত হই, যা সৌহার্দ্যপূর্ণ, জ্ঞানসমৃদ্ধ এবং ইসলামের শিক্ষাগুলো বাস্তবায়নে প্রজ্ঞাবান। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالْأَمْوَاتِ. اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللّٰهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.